Handout Number : 2846

New General Assembly resolution on Myanmar fails to

recommend actions on repatriation of Rohingyas

**Bangladesh expresses disappointment**

New York (USA), 19 June :

Bangladesh expressed deep disappointment during adoption of the resolution on the situation of Myanmar, which it said, failed to adequately reflect on the Rohingya crisis and in recommending any actions to resolve that crisis.  The resolution on the 'Situation in Myanmar' was adopted by the UN General Assembly on 18 June with 119 votes in favour, 01 against and 36 abstentions, focusing on the current democratic crisis in the country, including the declaration of emergency, and detention of its political leader, calling for restoration of democracy, while recognizing the central role of ASEAN. A press release of Ministry of Foreign Affairs said this today.

  The press release said the resolution was initiated by a core group of member States including the US, EU, UK, and Canada among others. The core group finalized the resolution in consultation with ASEAN members, who recently held a Leaders’ Summit in Bangkok, which was also attended by the Myanmar military leader. The GA resolution welcomes the five-point consensus reached at the Leader’s Summit and calls for its swift implementation.

  However, the resolution did not include any recommendations or actions on the issue of repatriation of the Rohingya Muslims to Myanmar. Neither does it recognize or stress the need for creating a conducive environment in Rakhine for the safe, sustainable and dignified return. The resolution also lacks determination to address root causes of the Rohingya crisis through collective means. As such fundamental issues were not included in the resolution; therefore Bangladesh decided to abstain.

  Some key OIC members, including some ASEAN and SAARC members also abstained. A large number of countries spoke after the adoption of the resolution, and they all commended Bangladesh's tremendous sacrifice and contribution in hosting the Rohingyas. The Bangladesh Ambassador in her explanation of vote, expressed dismay at the resolution, which she said, fell short of expectations and would be sending a wrong message. She said that the failure of the international community in addressing the crisis, creates a sense of impunity in Myanmar.

  It may be noted that, this GA resolution, which has been initiated under the agenda item “prevention of armed conflict”, is separate from the annual 3rd committee ‘resolution on the situation of human rights of the Rohingya Muslims and other minorities in Myanmar’.

  The 3rd committee resolution on the Rohingya Muslims is spearheaded by Bangladesh along with the OIC and the EU. It is usually tabled in October during the annual session of the UN General Assembly, and enjoys strong support of the wider membership of the UN.

#

Director Media/Masum/Rejuan/Mosharaf/Salim/2021/23.00 Hrs.

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৮৪৫

**নিয়ম মেনে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে করোনামুক্ত থাকার আহ্বান ধর্ম প্রতিমন্ত্রীর**

ইসলামপুর (জামালপুর), ৫ আষাঢ় (১৯ জুন) :

ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মোঃ ফরিদুল হক খান বলেছেন, মানুষের সচেতনতাই পারে করোনা ভাইরাসের মহামারি থেকে ব্যক্তি ও সমাজকে সুরক্ষা করতে। এজন্য স্বাস্থ্যবিধি মেনে, সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে চলা ফেরা করতে হবে। নিয়ম মেনে সাবান দিয়ে হাত ধৌত করে করোনাভাইরাসসহ নানাবিধ জীবাণুবাহী রোগ থেকে মুক্ত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন ধর্ম প্রতিমন্ত্রী।

প্রতিমন্ত্রী আজ জামালপুরের ইসলামপুর উপজেলা পরিষদ অডিটোরিয়ামে সমতা প্রকল্প, ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ ও সেন্টার ফর ডিজএবিলিটি ইন ডেভেলপমেন্ট (সিডিডি) আয়োজিত শারীরিক প্রতিবন্ধীদের মাঝে হাত ধোয়ার প্রযুক্তি (হ্যাপি ট্যাপ) বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, সরকার সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী বিশেষ করে প্রতিবন্ধী, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা, গৃহহীন, হতদরিদ্রদের কল্যাণে গৃহীত নানাবিধ ভাতা, গৃহনির্মাণ, নগদ অর্থ সুবিধা প্রদান করেছে। এ সময় তিনি সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাসমূহকে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কল্যাণে আরো বেশি কর্মসূচি গ্রহণের আহ্বান জানান। প্রতিমন্ত্রী শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য বিনামূল্যে হাত ধোয়ার প্রযুক্তি বিতরণ করায় সমতা প্রকল্প, ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ ও সিডিডিকে ধন্যবাদ জানান।

ইসলামপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার এস এম মাজহারুল ইসলাম অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

#

মারুফ/মাসুম/রেজুয়ান/মোশারফ/সেলিম/২০২১/২২৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৮৪৪

**প্রতিযোগিতা যেন প্রতিহিংসা না হয়**

**-- শিক্ষামন্ত্রী**

ঢাকা, ৫ আষাঢ় (১৯ জুন) :

শিক্ষার্থীদের সব সময় ইতিবাচক ধারণা চর্চা করার আহ্বান জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি। শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, প্রতিযোগিতায় জয়ী হওয়ার জন্য এমন কিছু করা যাবে না, যা প্রতিহিংসাপরায়ণ করে তোলে। এসব বিষয় মানলে সাফল্য একদিন আসবেই

মন্ত্রী আজ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় গ্রিন ইউনিভার্সিটি অভ্‌ বাংলাদেশের চতুর্থ সমাবর্তনে ভার্চুয়ালি সভাপতির বক্তব্যে এ কথা বলেন।

শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে মন্ত্রী বলেন, জীবন থেকে, আশপাশের পরিবেশ থেকে, কাছের মানুষ থেকে সব সময় শিখতে হবে। এ শিক্ষা কখনও আনন্দের, কখনো দুঃখের, কখনো কষ্টের, আবার কখনো অস্বস্তির হবে। আমার অনুরোধ পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, কী শিখলে সেটুকু অনুধাবন করার চেষ্টা করবে। প্রয়োজনে তা জীবনে প্রয়োগ করবে। জীবনের কোনো শিক্ষাই গুরুত্বহীন নয়।

নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে মন্ত্রী বলেন, জীবনে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার যেমন গুরুত্ব রয়েছে, তেমনি অভিজ্ঞতারও বিকল্প নেই। আমার এই জীবনে যা কিছু অর্জন করেছি, এ সকল অর্জনের পেছনে যারা স্নেহ-ভালোবাসা, বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তাদেরকে যেমন স্মরণ করি, ঠিক তেমনি আমার অগ্রযাত্রা যারা থামিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, তাদেরকেও স্মরণ করি। যারা আমার অগ্রযাত্রার সামনে বাধার দেয়াল তৈরি করে পরাজিত করতে চেয়েছিলেন তাদের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ। তাদের কারণে আমি শিখেছি, কীভাবে বাধার দেয়াল অতিক্রম করতে হয়। হোচট খেয়ে কী করে উঠে দাঁড়াতে হয়।

চাকরির পেছনে না ছুটে নিজেকে উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলতে গ্রিন ইউনির্ভাসিটির গ্র্যাজুয়েটসহ সব শিক্ষার্থীর প্রতি আহ্বান জানান ডা. দীপু মনি।

সমাবর্তনে বিশেষ অতিথির বক্তৃতা করেন শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সদস্য অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আলমগীর।

উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী বলেন, ডিগ্রিপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীরা আমাদের ভবিষ্যতের কাণ্ডারি। প্রত্যেক গ্রাজুয়েটকে মনে রাখতে হবে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শেষ হলেও জীবনের পাঠশালা প্রতিনিয়ত শেখাবে। তোমাদের নতুন নতুন চিন্তাধারাই সমাজ এবং দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

অনুষ্ঠানে সমাবর্তন বক্তা ছিলেন বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ। এছাড়া, বক্তব্য রাখেন গ্রিন ইউনিভার্সিটির বোর্ড অভ্‌ ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মামুন, উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ গোলাম সামদানী ফকির, উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক ও কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মোঃ ফায়জুর রহমান।

সমাবর্তনে মোট ১ হাজার ৪৬৪ জনকে ডিগ্রি দেওয়া হয়। এর মধ্যে ৬ জনকে চ্যান্সেলর গোল্ড মেডেল এবং ১৩ জনকে ভাইস চ্যান্সেলর গোল্ড মেডেল দেওয়া হয়।

#

খায়ের/মাসুম/রেজুয়ান/মোশারফ/সেলিম/২০২১/২১৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৮৪৩

**করোনায় ক্ষতিগ্রস্তদের কল্যাণে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে**

**-- জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৫ আষাঢ় (১৯ জুন) :

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বলেছেন, করোনায় ক্ষতিগ্রস্তদের কল্যাণে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।

আজ ঢাকার করাইলে সময় ফাউন্ডেশন ও ফিল্ড ন্যাশন আয়োজিত করোনাকালীন দুঃস্থ জনগোষ্ঠীর জন্য খাদ্য বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় প্রতিমন্ত্রী এ কথা বলেন।

তিনি বলেন, সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও কোভিড-১৯ এর প্রভাব পড়েছে। এতে অনেকেই কর্মহীন হয়েছেন। এই দুঃস্থ ও কর্মহীনদের কল্যাণে সমাজের সব শ্রেণি-পেশার মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার অত্যন্ত দক্ষতার সাথে কোভিড-১৯ মোকাবেলা করছে। ফলে করোনা মোকাবেলায় আমরা বিশ্বে অন্যতম শীর্ষস্থানে রয়েছি। সরকারের আন্তরিকতার ফলে সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীরাও স্বচ্ছন্দে জীবনযাপন করতে পারছেন। সরকার দুঃস্থ ও কর্মহীনদের মাঝে পর্যাপ্ত পরিমাণ ত্রাণ সহায়তা প্রদান করেছে। সরকারের পাশাপাশি এক্ষেত্রে সমাজের বিত্তবানদেরকেও এগিয়ে আসতে হবে।

সময় ফাউন্ডেশনের সভাপতি ইমরান চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে মাগুরা-১ আসনের সংসদ সদস্য সাইফুজ্জামান শিখর বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন।

#

শিবলী/মাসুম/রেজুয়ান/মোশারফ/সেলিম/২০২১/২১৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৮৪২

**মোহাম্মদ নাসিমের অবদান সোনার হরফে লেখা থাকবে**

**-- তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৫ আষাঢ় (১৯ জুন) :

তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী ডাঃ মোঃ মুরাদ হাসান বলেছেন, জেল জুলুম, নির্যাতন, নিপীড়নের মাঝেও মোহাম্মদ নাসিম আমৃত্যু জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শকে ধারণ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বের প্রতি অবিচল আস্থা জ্ঞাপন করে গেছেন। তাঁর আত্মত্যাগ ও অবদান ইতিহাসে সোনার হরফে লেখা থাকবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবে বঙ্গমাতা ফাউন্ডেশন আয়োজিত সাবেক মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিমের স্মরণ সভায় প্রধান আলোচকের বক্তৃতায় এ কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী ডাঃ মুরাদ হাসান বলেন, ৭৫'র ১৫ আগস্ট পরবর্তী দুঃসময়ে আওয়ামী লীগের পতাকাকে ধারণ করে দলকে সুসংগঠিত করে আন্দোলন সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়ে মোহাম্মদ নাসিম অবিস্মরণীয় অবদান রেখে গেছেন।

বঙ্গমাতা ফাউন্ডেশনের সভাপতি শেখ শাহ আলমের সভাপতিত্বে সভায় বক্তৃতা করেন সাম্যবাদী দলের দিলীপ বড়ুয়া, সিরাজগঞ্জ-১ আসনের সংসদ সদস্য প্রকৌশলী তানভীর শাকিল জয়, আখতার হোসেন, এম এ করিম প্রমুখ।

#

মাহবুবুর/মাসুম/রেজুয়ান/মোশারফ/সেলিম/২০২১/২০৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৮৪১

**বঙ্গবন্ধুর দেখানো পথেই দেশ পরিচালিত হচ্ছে**

**-- মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী**

মুন্সীগঞ্জ, ৫ আষাঢ় (১৯ জুন) :

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যার পর বিভিন্ন সময়ে ৩০ বছর স্বাধীনতাবিরোধীরা দেশ পরিচালনা করেছে। এ সময়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শ যেমন ভূলুণ্ঠিত হয়েছে তেমনি জাতি উন্নয়ন থেকেও বঞ্চিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের উল্টো পদযাত্রা থেকে দেশকে সঠিক পথে ফিরিয়ে এনে বঙ্গবন্ধুর দেখানো পথে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ পরিচালনা করছেন।

আজ মুন্সীগঞ্জের সদর উপজেলার কোটগাঁও এলাকায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরাল উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বঙ্গবন্ধুর এ ম্যুরাল স্থাপন করা হয়।

মন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু ছিলেন সব দিকেই দক্ষ একজন রাষ্ট্রনায়ক। তাঁর সাড়ে তিন বছরের শাসনামল এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বাংলাদেশের বর্তমান উন্নয়নের প্রায় সকল ভিতই বঙ্গবন্ধুর হাতে গড়া। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু পৃথিবীতে একমাত্র নেতা যিনি, তাঁর জীবদ্দশায় একাধারে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছেন, স্বাধীনতা যুদ্ধে দেশের জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করেছেন এবং স্বাধীনতা অর্জন করেছেন। বঙ্গবন্ধুর জন্ম না হলে আজও হয়তো আমরা পরাধীন থাকতাম। তিনি আরো বলেন, বঙ্গবন্ধু অল্প দিনেই বিশ্ব নেতায় পরিণত হয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু আজীবন শোষিতের পক্ষে ছিলেন। বিশ্ব সভায় তিনি বাংলাদেশের নেতা হিসেবে কথা বলেননি, বিশ্বনেতা হিসেবে কথা বলেছেন। তিনি বলেছিলেন, অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধ করে এই পয়সা দিয়ে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য, শিক্ষার, স্বাস্থ্যের জন্য খরচ করতে বলেছিলেন। জাতিসংঘে দাঁড়িয়ে তিনি উপদেশ দিতেন, বিশ্বের নীতি কী হওয়া উচিত।

মুন্সিগঞ্জ জেলা প্রশাসক মোঃ মনিরুজ্জামান তালুকদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে মুন্সিগঞ্জ জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ মহিউদ্দিন, মুন্সিগঞ্জ-৩ আসনের সংসদ সদস্য ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক অ্যাড. মৃণাল কান্তি দাস, মুন্সিগঞ্জ-১ আসনের সংসদ সদস্য মাহী বি চৌধুরী, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ লুৎফর রহমান, পুলিশ সুপার আব্দুল মোমেন পিপিএম ও মুন্সিগঞ্জ পৌরসভার মেয়র হাজী মোহাম্মদ ফয়সাল বিপ্লব উপস্থিত ছিলেন।

পরে মন্ত্রী মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্সের ভিত্তিপ্রস্তর এবং শ্রীনগর উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স উদ্বোধন করেন।

#

মারুফ/মাসুম/রেজুয়ান/মোশারফ/সেলিম/২০২১/১৯৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৮৪০

**সাবেক সংসদ সদস্য প্রয়াত খন্দকার আসাদুজ্জামানের**

**সহধর্মিণীর মৃত্যুতে বাণিজ্যমন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ৫ আষাঢ় (১৯ জুন) :

টাংগাইল-২ (গোপালপুর-ভূঞাপুর) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য এবং মুজিবনগর সরকারের প্রথম অর্থসচিব খন্দকার আসাদুজ্জামানের সহধর্মিণী বেগম কুলসুম জামানের মৃত্যুতে বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

মন্ত্রী আজ এক শোকবার্তায় মরহুমার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

#

বকসী/মাসুম/রেজুয়ান/মোশারফ/সেলিম/২০২১/২০৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৮৩৯

**অপ্রচলিত ফসল চাষে পার্বত্য অঞ্চলে অর্থনৈতিক বিপ্লব ঘটবে**

**-- কৃষিমন্ত্রী**

রুমা (বান্দরবন), ৫ আষাঢ় (১৯ জুন) :

কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, কৃষিকে লাভজনক করতে হলে কাজুবাদাম, কফি, গোলমরিচসহ অপ্রচলিত অর্থকরী ফসল চাষ করতে হবে। শুধু দেশে নয়, আন্তর্জাতিক বাজারেও এসবের বিশাল চাহিদা রয়েছে, দামও বেশি। সেজন্য এসব ফসলের চাষাবাদ ও প্রক্রিয়াজাত বাড়াতে হবে। পাহাড়ে এসব ফসল চাষের সম্ভাবনা অনেক। আনারস, আম, ড্রাগনসহ অন্যান্য ফল চাষের সম্ভাবনাও ব্যাপক।

মন্ত্রী আজ সকালে বান্দরবন জেলার রুমা উপজেলায় কাজুবাদাম বাগান, কফি বাগান ও আমসহ অন্যান্য ফলবাগান পরিদর্শন শেষে এ কথা বলেন।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, সরকার কাজুবাদাম ও কফির উন্নত জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং এসব ফসলের চাষ আরও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিতে কাজ করছে। এটি করতে পারলে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার অর্থনীতিতে বিপ্লব ঘটবে। পাহাড়ি এলাকার মানুষের জীবনযাত্রার মানের দর্শনীয় উন্নয়ন হবে। একই সাথে, দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানি করেও প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা যাবে।

মন্ত্রী বলেন, বর্তমানে দেশে অল্প পরিসরে কাজুবাদাম এবং কফি উৎপাদন হচ্ছে। শুধু পাহাড়ি অঞ্চল নয়, সারাদেশের যে সব অঞ্চলে কাজুবাদাম এবং কফির চাষাবাদের প্রচুর সম্ভবনা রয়েছে এমন এলাকাও কাজুবাদাম ও কফি চাষের আওতায় আনা হবে। সেলক্ষ্যে ‘কাজুবাদাম ও কফি গবেষণা, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ’ শীর্ষক ২১১ কোটি টাকার প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, এসব ফসলের চাষ জনপ্রিয় করতে কৃষক ও উদ্যোক্তাদেরকে বিনামূল্যে উন্নত জাতের চারা, প্রযুক্তি ও পরামর্শসেবা প্রদান করা হচ্ছে। গত বছর কাজুবাদামের ১ লাখ ৫৬ হাজার চারা বিনামূল্যে কৃষকদেরকে দেওয়া হয়েছে। এ বছর ৩ লাখ চারা বিতরণ করা হবে।

দেশে কাজুবাদামের প্রক্রিয়াজাতের সমস্যা দূর করা ও প্রক্রিয়াজাত প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে কাঁচা কাজুবাদাম আমদানির ওপর শুল্কহার প্রায় ৯০ শতাংশ থেকে নামিয়ে মাত্র ৫ শতাংশে নিয়ে আসা হয়েছে বলে জানান কৃষিমন্ত্রী।

পরিদর্শনকালে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং, কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব ওয়াহিদা আক্তার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ আসাদুল্লাহ, বিএডিসির চেয়ারম্যান ড. অমিতাভ সরকার, বিএআরসির নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মোঃ বখতিয়ার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

#

কামরুল/মাসুম/রেজুয়ান/মোশারফ/সেলিম/২০২১/১৯৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৮৩৮

**কোভিড**-**১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ৫ আষাঢ় (১৯ জুন) :

 ‌         স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১৬ হাজার ৯৬৪ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ৩ হাজার ৫৭ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৮ লাখ ৪৮ হাজার ২৭ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় ৬৭জন-সহ এ পর্যন্ত ১৩ হাজার ৪৬৬ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন।

করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৭ লাখ ৮০ হাজার ১৪৬ জন।

#

দলিল/মাসুম/রেজুয়ান/মোশারফ/সেলিম/২০২১/১৮৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৮৩৭

**বিদ্যুৎসংক্রান্ত সকল সুবিধা একই স্থানে থাকা বাঞ্ছনীয় -- বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৫ আষাঢ় (১৯ জুন) :

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেছেন, বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানিগুলোতে একই স্থানে সকল সেবা প্রদান সুবিধা থাকা বাঞ্ছনীয়। সংযোগ, সংযোগোত্তর সেবা, তথ্য সেবা ও বিল প্রদান সুবিধা একই স্থানে করা হলে গ্রাহক হয়রানি কমবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ডিপিডিসি)-এর উদ্যোগে আয়োজিত ঢাকায় হাতিরপুল পাওয়ার হাউজ ক্যাম্পাসে ‘ধানমন্ডি টুইন টাওয়ার’ ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, টুইন টাওয়ার স্থাপনের মাধ্যমে ডিপিডিসির আয় বাড়বে। এই ভবনে ডিজিটাল মিউজিয়াম থাকবে, যা নতুন প্রজন্মকে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ ও বিদ্যুতায়নের রূপান্তর বিষয়ে অবহিত করবে। প্রতিমন্ত্রী এ সময় প্রকল্পের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেন।

চীনের সহযোগিতায় ডিপিডিসি এলাকায় বিদ্যুৎ বিতরণ সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ‘Expansion and Strengthening of Power System Network under DPDC area’ শীর্ষক প্রকল্পটি নেয়া হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ১৪টি ১৩২/৩৩ কেভি সাবস্টেশন, ২৬টি ৩৩/১১ কেভি সাবস্টেশন, স্কেডা অটোমেশন সিস্টেম, আধুনিক ওয়্যারহাউজ এবং ভূগর্ভস্থ ১৩২ কেভি ৬৫৩ কিলোমিটার তার ও ৩৩ কেভি ৭০০ কিলোমিটার তার স্থাপন করা হবে। এছাড়া, ভূগর্ভস্থ ১১ কেভি ৫৬৭ কিলোমিটার তার, ওভারহেড ১১ কেভি ২ হাজার ৫১৫ কিলোমিটার এবং ওভারহেড দশমিক ৪ কেভি ২ হাজার কিলোমিটার বিতরণ লাইন স্থাপন করা হবে। সেইসঙ্গে ধানমন্ডিতে ১০৫ কিলোমিটার ওভারহেড তার ভূগর্ভস্থ করা এবং আধুনিক সাবস্টেশন কাম অফিস-বাণিজ্যিক-আবাসিক বহুতল ভবন নির্মাণ করা হবে।

ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ডিপিডিসি)-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক বিকাশ দেওয়ানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত লি জিমিং এবং বিদ্যুৎ সচিব মোঃ হাবিবুর রহমান বক্তব্য রাখেন।

#

আসলাম/মাসুম/রেজুয়ান/মোশারফ/সেলিম/২০২১/১৯৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৮৩৬

**বঙ্গবন্ধুর হাত ধরেই দেশের মৎস্য খাতে সমৃদ্ধির সূচনা**

**-- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী**

ঢাকা, ৫ আষাঢ় (১৯ জুন) :

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম বলেছেন, বঙ্গবন্ধুর হাত ধরেই দেশের মৎস্য খাতে সমৃদ্ধির সূচনা হয়েছে। এ খাতের বিকাশে জলাশয়ে মৎস্য অবমুক্ত করা, মৎস্য চাষিদের সুযোগ-সুবিধা দেওয়া, সমুদ্রে মৎস্য আহরণের জন্য তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে ১০টি ফিশিং ট্রলার সংগ্রহ, বাণিজ্যিকভাবে বঙ্গোপসাগর হতে মৎস্য আহরণের লক্ষ্যে মেরিন ফিশারিজ ট্রেনিং সেন্টার প্রতিষ্ঠা এবং মৎস্য জরিপ কাজ শুরু করা ছিল তাঁর অন্যতম দূরদৃষ্টিসম্পন্ন পদক্ষেপ। তাই বঙ্গবন্ধু আমাদের পাথেয়, আদর্শ ও দর্শন।

আজ রাজধানীর একটি হোটেলে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) আয়োজিত ‘স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী : ইলিশ উৎপাদনে গৌরবোজ্জ্বল অর্জন ও জাটকা সুরক্ষা’ শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, জাটকা সংরক্ষণে ইলিশ ধরা নিষিদ্ধকালে জেলেদের জন্য সরকার ভিজিএফ সুবিধা দিচ্ছে। পাশাপাশি গরু, ছাগল, হাঁস-মুরগি, ভ্যান বিতরণসহ নানা উপকরণ দিয়ে তাদের বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তিনি বলেন, মৎস্য খাতের বিকাশের জন্য দেশের বিভিন্ন জায়গায় ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। শুধু ঢাকায় নয়, দেশের যেখানে প্রয়োজন, সেখানে গবেষণা ইনস্টিটিউট করা হচ্ছে। এ খাতে যারা বিনিয়োগ করতে আগ্রহী তাদের সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। যারা ফিড মিল বা অন্যান্য মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প স্থাপন করতে চান, তাদেরকে মেশিনারিজ আমদানির ক্ষেত্রে উৎসে কর অব্যাহতি দেওয়া হচ্ছে। বিদেশে মাছ রফতানির সুযোগ সৃষ্টিতে সহযোগিতা করা হচ্ছে। তবে এ খাতের বিকাশে সরকারের পাশাপাশি দেশের নাগরিকদেরও সচেতন ভূমিকা পালন করতে হবে বলে মন্ত্রী উল্লেখ করেন।

এ সময় মন্ত্রী আরো বলেন, বিএফআরআই-এর উদ্যোগে দেশের বিভিন্ন নদ-নদী ও মোহনা অঞ্চলে ইলিশ গবেষণার জন্য আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসম্পন্ন উন্নতমানের ভেসেল কেনা হয়েছে। এতে দেশের নদ-নদী এবং সাগর উপকূলে ইলিশ বিষয়ক গবেষণা পরিচালনা সম্ভব হবে। বিএফআরআই এর গবেষণা থেকে অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা ও নির্ধারিত সময়ে মাছ ধরা বন্ধ রাখায় ইলিশ প্রজননে সফলতা এসেছে। সর্বশেষ ২০২০ সালে ২২ দিন নিষিদ্ধকালে ইলিশের প্রজনন হার ৫১ দশমিক ২ শতাংশ নিরূপণ করা হয়েছে। সেমিনারে গবেষণায় নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচনে মৎস্য বিজ্ঞানীদের কাজ করার আহ্বান জানান মন্ত্রী।

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. ইয়াহিয়া মাহমুদের সভাপতিত্বে সেমিনারে বিশেষ অতিথি ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব রওনক মাহমুদ এবং সম্মানীয় অতিথি ছিলেন মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কাজী শামস্ আফরোজ।

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিএফআরআই-এর ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোহাম্মদ আশরাফুল আলম এবং প্রবন্ধের ওপর আলোচনায় অংশ নেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মৎস্য বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাঃ ইয়ামিন হোসেন ও মৎস্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক খ. মাহবুবুল হক। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব শাহ মোঃ ইমদাদুল হক ও শ্যামল চন্দ্র কর্মকারসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট ও মৎস্য অধিদপ্তরের প্রাক্তন ও বর্তমান কর্মকর্তাবৃন্দ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও গবেষক, মৎস্য বিজ্ঞানী এবং মৎস্যজীবী সমিতির প্রতিনিধি সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন।

#

ইফতেখার/মাসুম/রেজুয়ান/মোশারফ/সেলিম/২০২১/১৮৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৮৩৫

**দেশ যাতে টিকা না পায়, সেজন্য গোপনে ষড়যন্ত্র করছে বিএনপি**

**-- তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ৫ আষাঢ় (১৯ জুন) :

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, 'বাংলাদেশ যাতে বিশ্বের অন্যান্য দেশ থেকে টিকা না পায় সেজন্য বিএনপির বৈদেশিক শাখাগুলো তলে তলে ষড়যন্ত্র করছে।'

আজ রাজধানীতে জাতীয় প্রেসক্লাবে বাংলাদেশ স্বাধীনতা পরিষদ আয়োজিত 'সময়ের সাহসী জননেত্রী শেখ হাসিনা' শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী একথা বলেন।

ড. হাছান বলেন, 'দেশের মানুষকে করোনা মহামারি থেকে রক্ষাকল্পে সরকারের টিকা সংগ্রহের কাজের শুরু থেকেই এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে বিএনপি। এমনকি টিকা আসার পর তা যেন জনগণ না নেয়, সেজন্য টিকার বিরুদ্ধে তারা অপপ্রচারও চালিয়েছে। আবার ক'দিন পরে নিজেরাই গোপনে টিকা নিয়েছে। আবার কেউ কেউ প্রকাশ্যে টিকা নিয়ে স্বস্তি প্রকাশও করেছে।'

'এখন যখন বাংলাদেশ বিভিন্ন সূত্র থেকে টিকা সংগ্রহের চেষ্টা করছে, সাতসমুদ্র পাড়ে বিএনপি'র বৈদেশিক শাখাগুলো ভেতরে ভেতরে অপচেষ্টা চালাচ্ছে যাতে বাংলাদেশ টিকা না পায়' জানান তথ্যমন্ত্রী। সেইসাথে দ্ব্যর্থহীন কন্ঠে তিনি বলেন, কোনো ষড়যন্ত্রে কাজ হবে না, সরকার বিভিন্ন সূত্র থেকে টিকা আনবে এবং শিগ্‌গিরই আবার ব্যাপকভাবে টিকাদান শুরু হবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বেই বাংলাদেশ সাহায্যগ্রহীতা থেকে এখন ঋণদাতা দেশে পরিণত হয়েছে উল্লেখ করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, দেশের এই উন্নয়ন-অগ্রগতি বিএনপির সহ্য হচ্ছে না বলেই তারা নানামুখী ষড়যন্ত্র করছে।

ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ১৯৮১ সালের ১৭ মে যখন দেশে এসেছিলেন, সেসময় তিনি যেন দেশে না আসতে পারেন সেজন্য তৎকালীন জিয়াউর রহমান ও তার সরকার নানা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল, এমনকি দেশে এলেও যাতে জনসমাগম না হয়, সেজন্যও প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছিল। কিন্তু সেসব তুচ্ছ করে জননেত্রী শেখ হাসিনা ফিরেছেন এবং জনগণের রায়ে চারবার দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বপালন করে দেশকে বিশ্বে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।'

৪০ বছরের দীর্ঘ পথচলায় বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রমাণ করেছেন, শুধু সময়ের সাহসী সন্তানই নন, ষড়যন্ত্র-দুর্যোগের মধ্যেও অবিচল থেকে জাতিকে নেতৃত্ব দেন তিনি, বলেন তথ্যমন্ত্রী।

স্বাধীনতা পরিষদের উপদেষ্টা ব্যারিস্টার জাকির আহাম্মদের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ শাহাদত হোসেন টয়েলের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে জাতীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি ফরিদা ইয়াসমিন, আওয়ামী লীগ নেতা এডভোকেট বলরাম পোদ্দার, এম এ করিম, জিন্নাত আলী খান জিন্নাহ, বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটের সাধারণ সম্পাদক অরুণ সরকার রানা, সাংবাদিক মানিক লাল ঘোষ প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

ড. হাছান মাহ্‌মুদ এদিন সকালে ঢাকার মিন্টো রোডের সরকারি বাসভবন থেকে অনলাইনে চট্টগ্রাম মহানগর স্বেচ্ছাসেবক লীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তৃতা দেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়ে মুক্তিযুদ্ধ ও দেশবিরোধীদের ষড়যন্ত্র রুখে দিতে সকলকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান তিনি।

চট্টগ্রাম মহানগর স্বেচ্ছাসেবক লীগের আহ্বায়ক এডভোকেট জিয়া উদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বাহাউদ্দিন নাসিম, দপ্তর সম্পাদক বিপ্লব বড়ুয়া, কেন্দ্রীয় স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি নির্মল রঞ্জন গুহ, সাধারণ সম্পাদক আফজালুর রহমান বাবু প্রমুখ অনলাইনে বক্তব্য রাখেন।

#

আকরাম/মাসুম/রেজুয়ান/মোশারফ/সেলিম/২০২১/১৭০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৮৩৪

প্লাষ্টিক ফেয়ার উদ্বোধনীতে বাণিজ্যমন্ত্রী **রপ্তানি খাতগুলোর দক্ষতা বাড়াতে ১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের প্রকল্প বাস্তবায়ন হচ্ছে**

ঢাকা, ৫ আষাঢ় (১৯ জুন) :

বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুন্‌শি বলেছেন, রপ্তানি পণ্য হিসেবে প্লাস্টিক সেক্টরকে সরকার অগ্রাধীকার দিয়েছে। দেশের বর্তমান রপ্তানি বাণিজ্যের প্রায় ৮৪ ভাগ দখল করে আছে তৈরি পোশাক খাত, এটা খুবই ঝুকিপূর্ণ। তাই সরকার দেশের রপ্তানি পণ্যসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য প্লাস্টিক, চামড়া, কৃষি, আইসিটি এবং ফার্মাসিউটিক্যাল সেক্টরকে অগ্রাধিকার দিয়ে রপ্তানি নীতি প্রণয়ন করেছে। এ সেক্টরগুলোকে টেকনিক্যাল প্রশিক্ষণসহ প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের জন্য বিশ্বব্যাংকের সহযোগিতায় একশত মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয়ে এক্সপোর্ট কমপিটিটিভনেস ফর জবস (ইসিফোরজে) নামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

বাণিজ্যমন্ত্রী আজ ঢাকায় হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে ‘বাংলাদেশ প্লাষ্টিক গুডস ম্যান্যুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন’ আয়োজিত অনলাইনে চার দিনব্যাপী ‘১৫তম বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল প্লাষ্টিক, প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং ইন্ডাষ্ট্রি ফেয়ার-২০২১’ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতাকালে এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, স্থাপিত টেকনোলজি সেন্টারে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরি, কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি করে আগামী ২০২৩ সালের মধ্যে ৯০ হাজার দক্ষ জনশক্তি তৈরি করা হবে। তিনি বলেন, প্লাষ্টিক বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় শিল্প, দ্রুত এ শিল্পের প্রসার ঘটছে। এলডিসি গ্রাজুয়েশনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ব্যবসা-বাণিজ্যে দক্ষতা অর্জনের বিকল্প নেই। বিভিন্ন উন্নত দেশের সাথে প্রতিযোগিতা করে বাণিজ্যে টিকে থাকতে হবে। এলডিসি গ্রাজুয়েশনের পর বাণিজ্য চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে সরকার বিভিন্ন দেশের সাথে পিটিএ বা এফটিএ এর মতো চাণিজ্য চুক্তি করে বাণিজ্য সুবিধা নেয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

উল্লেখ্য, ইন্টারন্যাশনাল প্লাষ্টিক ফেয়ার (আইপিএফ) অনলাইন এক্সপো আগামী ৫-৮ জুলাই চলবে। এক্সপোতে ১৯টি দেশের প্রায় ৪৮৩টি প্লাষ্টিক কোম্পানি অংশ নিচ্ছে। দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ, চীন, মিশর, ইথিওপিয়া, হংকং,ভারত, ইন্দোনেশিয়া, জাপান, মালয়েশিয়া, পাকিস্তান, সৌদি আরব, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া, সুদান, তাইওয়ান, থাইল্যান্ড, তুরষ্ক, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং ভিয়েতনাম রয়েছে। দর্শনার্থীগণ অনলাইনে যুক্ত হয়ে মেলার সকল পণ্য দেখার সুযোগ পাবেন এবং ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে পণ্য সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন এফবিসিসিআই এর প্রেসিডেন্ট মো. জসিম উদ্দিন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ‘বাংলাদেশ প্লাষ্টিক গুডস ম্যান্যুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন’ এর প্রেসিডেন্ট শামীম আহমেদ।

#

লতিফ/পরীক্ষিৎ/মেহেদী/রেজ্জাকুল/শামীম/২০২১/১৫৫৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৮৩৩

**কুমিল্লার লাকসামে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের নতুন শাখা উদ্বোধন**

ঢাকা, ৫ আষাঢ় (১৯ জুন) :

কুমিল্লার লাকসাম উপজেলা সদরে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক এর ৮৩-তম শাখার উদ্বোধন হলো।

আজ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম, ভার্চুয়ালি প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের এই নতুন শাখা উদ্বোধন করেছেন। ভার্চুয়াল উদ্বোধন অনুষ্ঠানটি প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ থেকে পরিচলনা করা হয়।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান সচিব এবং প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের চেয়ারম্যান ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমদ। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ জাহিদুল হক এবং কুমিল্লা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল আবু তাহের (অবঃ), লাকসাম উপজেলার মেয়র মোঃ আবুল খায়ের প্রমুখ।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম বলেন, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক দেশে নতুন খাত সৃষ্টি করে অর্থনীতির চালিকা শক্তি হিসেবে ভুমিকা রাখছে। ব্যাংকের কর্মকর্তাদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বাড়িয়ে দায়িত্বের অংশ হিসেবে প্রবাসীদের সেবায় অংশগ্রহণ করার জন্য তিনি আহবান জানান।

প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রী ইমরান আহমদ বলেন, প্রবাসী কর্মীরা রেমিট্যান্স প্রেরণের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এ অর্থবছরের ১০ জুন পর্যন্ত প্রায় ২ লাখ কোটি টাকার বেশি রেমিট্যান্স দেশে এসেছে। তিনি বলেন, বিদেশ ফেরত কর্মীদের পুনর্বাসনে সরল সুদে এবং সহজ শর্তে বিশেষ ঋণ প্রদানের মাধ্যমে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তিনি আরো বলেন, প্রবাসী কর্মীদের কল্যাণের কথা বিবেচনা করে ব্যাংকের সেবার মান বৃদ্ধি ও অবকাঠামো শক্তিশালী করতে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, লাকসাম উপজেলা চেয়ারম্যান এ্যাডভোকেট মোঃ ইউনূছ ভূইয়া স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রীর পক্ষে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের নামফলক উন্মোচন করেন। এরপর ঋণ গ্রহীতাদের মাঝে চেক বিতরণ করা হয়।

#

রাশেদ/পরীক্ষিৎ/মেহেদী/রেজ্জাকুল/মাসুম/২০২১/১৫৩৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৮৩২

**কবি সুফিয়া কামালের ১১০ তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ৫ আষাঢ় (১৯ জুন) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ২০ জুন কবি সুফিয়া কামালের ১১০ তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন:

“গণতান্ত্রিক এবং নারীমুক্তি আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ কবি বেগম সুফিয়া কামালের ১১০তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে আমি তাঁর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই এবং তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করি।

কবি বেগম সুফিয়া কামাল ১৯১১ সালের ২০ জুন বরিশালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৯৯ সালের ২০ নভেম্বর ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন। একদিকে তিনি ছিলেন আবহমান বাঙালি নারীর প্রতিকৃতি, অন্যদিকে বাংলার প্রতিটি আন্দোলন সংগ্রামে ছিল তাঁর আপসহীন এবং দৃপ্ত পদচারণা।

নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়ার চিন্তাধারা ও প্রতিজ্ঞা কবি সুফিয়া কামালের জীবনে সঞ্চারিত হয় ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে। তাঁর দাবির পরিপ্রেক্ষিতেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রীনিবাসের নাম ‘রোকেয়া হল’ রাখা হয়। ১৯৬১ সালে পাকিস্তান সরকার বেতারে রবীন্দ্রসংগীত প্রচার নিষিদ্ধ করলে এর প্রতিবাদে আন্দোলন গড়ে তোলেন। শিশু সংগঠন কচিকাচার মেলা’র তিনি প্রতিষ্ঠাতা।

৫২’র ভাষা আন্দোলন, ৬৯’র গণঅভ্যুত্থান, ৭১’র অসহযোগ আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীন বাংলাদেশে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক সংগ্রামসহ শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে তাঁর প্রত্যক্ষ উপস্থিতি তাঁকে জনগণের ‘জননী সাহসিকা’ উপাধিতে অভিষিক্ত করেছে। তাঁর স্মরণে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের জন্য ‘বেগম সুফিয়া কামাল’ হল নির্মাণ করে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ‘৭৫-এর ১৫ আগস্ট সপরিবারে নির্মভাবে হত্যা করার পর যখন এদেশের ইতিহাস বিকৃতির পালা শুরু হয়, তখনও তাঁর সোচ্চার ভূমিকা বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের গণতান্ত্রিক শক্তিকে নতুন প্রেরণা যুগিয়েছিল। কবি বেগম সুফিয়া কামালের সৃজনশীলতা ছিল অবিস্মরণীয়। সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি চলতে থাকে তাঁর সাহিত্য চর্চা। ১৯৩৮ সালে কবি সুফিয়া কামালের প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘সাজের মায়া’র মুখবন্ধ লেখেন কবি কাজী নজরুল ইসলাম। যা সেই সময়ের পাঠকসহ লেখকদের কাছে ব্যাপক প্রশংসা অর্জন করে। দেশ, প্রকৃতি, গণতন্ত্র, সমাজ-সংস্কার, নারীমুক্তি এবং শিশুতোষ রচনাসহ বিভিন্ন বিষয় তাঁর লেখনীতে সমৃদ্ধ হয়েছে। কবির ভাষায়-

আমাদের যুগে আমরা যখন খেলেছি পুতুল খেলা

তোমরা এযুগে সেই বয়সেই লেখাপড়া কর মেলা।

আমরা যখন আকাশের তলে ওড়ায়েছি শুধু ঘুড়ি

তোমরা এখন কলের জাহাজ চালাও গগন জুড়ি।

কালজয়ী কবি বেগম সুফিয়া কামালের ১১০তম জন্মদিনে তাঁর জীবনদর্শন ও সাহিত্যকর্ম প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে পাঠকের হৃদয় আলোকিত করবে- এই প্রত্যাশা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

বিটু/পরীক্ষিৎ/মেহেদী/রেজ্জাকুল/মাসুম/২০২১/১১০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৮৩১

**কবি সুফিয়া কামালের ১১০ তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ৫ আষাঢ় (১৯ জুন) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ২০ জুন কবি সুফিয়া কামালের ১১০ তম জন্মদিনউপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

‘‘নারী জাগরণের অন্যতম পথিকৃৎ কবি সুফিয়া কামালের ১১০তম জন্মবার্ষিকীতে আমি তাঁর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই।

সুফিয়া কামালের জন্ম ১৯১১ সালের ২০ জুন বরিশালের শায়েস্তাবাদের এক অভিজাত পরিবারে। তৎকালে বাঙালি মুসলমান নারীদের লেখাপড়ার সুযোগ একেবারে সীমিত থাকলেও তিনি নিজ চেষ্টায় লেখাপড়া শেখেন এবং ছোটোবেলা থেকেই কবিতাচর্চা শুরু করেন। সুললিত ভাষায় ও ব্যঞ্জনাময় ছন্দে তাঁর কবিতায় ফুটে উঠতো সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ ও সমাজের সার্বিক চিত্র। নারী জাগরণের পথিকৃৎ বেগম রোকেয়ার সাথে সুফিয়া কামালের সাক্ষাৎ ঘটে ১৯১৮ সালে কলকাতায়। বেগম রোকেয়া ছিলেন তাঁর অনুপ্রেরণার উৎস। কবির প্রথম কবিতা ‘বাসন্তী’ প্রকাশিত হয় ‘সওগাত’ পত্রিকায় ১৯২৬ সালে। প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘সাঁঝের মায়া’ ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত হলে রবীন্দ্রনাথ এ কাব্য পড়ে ভূয়সী প্রশংসা করেন। এ কাব্যের ভূমিকা লিখেন কাজী নজরুল ইসলাম। সুদীর্ঘকাল ধরে তিনি সাহিত্যচর্চা, সমাজসেবা ও নারী কল্যাণমূলক নানা কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলেন।

কবি সুফিয়া কামাল ছিলেন বাংলাদেশের নারী সমাজের এক উজ্জ্বল ও অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব। তিনি নারী সমাজকে কুসংস্কার আর অবরোধের বেড়াজাল থেকে মুক্ত করতে আমৃত্যু সংগ্রাম করে গেছেন। তিনি ছিলেন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। দেশেল সকল প্রগতিশীল আন্দোলন সংগ্রামে তিনি সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। নারীদের সংগঠিত করে মানবতা, অসাম্প্রদায়িকতা, দেশাত্মবোধ ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সমুন্নত রাখতে তিনি ছিলেন সর্বদা সচেষ্ট। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় নারী-পুরুষের সমতাপূর্ণ একটি মানবিক সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ছিল সুফিয়া কামালের জীবনব্যাপী সংগ্রামের প্রধান লক্ষ্য।

কবি সুফিয়া কামাল রচিত সাহিত্যকর্ম নতুন প্রজন্মকে গভীর দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করে। কবির জীবন ও আদর্শ এবং তাঁর কালোত্তীর্ণ সাহিত্যকর্ম নতুন প্রজন্মের প্রেরণার চিরন্তন উৎস হয়ে থাকবে। আমি এ মহীয়সী নারীর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরানুল/পরীক্ষিৎ/মেহেদী/রেজ্জাকুল/মাসুম/২০২১/১১০০ ঘণ্টা